সমকালের জিয়নকাঠি

ISSN: 2249-4782
UGC Care Listed
International Peer Reviewed Research Journal

দ্বি-শতবর্ষে

বিদ্যাসাগর স্মরণ সংখ্যা

এবং বিবিধ

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০, যুগ্ম

সম্পাদক
নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল

পর্ব-২ বিভাগ-ক : অন্যচোখে

বাংলা সাহিত্যের বাতিঘর আনিসুজ্জামান
আলিমুজ্জমান ২৭৭

প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
কৃষ্ণকালী মণ্ডল ২৮৪

পর্ব-২ বিভাগ-খ : গ্রন্থ পর্যালোচনা

মানুষের নিরবচ্ছিন্নতার উপকথা : 'উজানতলীর উপকথা'
কুমার রাণা ২৯৯

বরিশাইল্যা যোগেন ও তার শূদ্র-অস্তিত্ব
শিবাশিস দত্ত ৩০৩

অভিজিৎ সেন-এর কথাসাহিত্য :
বিকল্প আখ্যানের পরিসরে নিম্নবর্গের উত্তরণ
বাবুর আলী মন্ডল ৩১৩

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকে শ্রমজীবী উলগুলান
সিদ্ধার্থ খাঁড়া ৩৩০

ধর্ম, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা
ড. সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪৭

পর্ব-২ বিভাগ-গ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ৩৫৫
বিজ্ঞাপন ৩৬১-৩৬৭

ধর্ম, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা

ড. সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শাস্ত্র দুটি নীতি সূত্রকে অবলম্বন করে ধর্মীয় শাস্ত্রসমূহ অভ্যুদয় প্রেপ্সু মনব্যগণের উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে একটি আত্মসম্বন্ধীয় অপরটি পরসম্বন্ধীয়। যা আত্মসম্বন্ধীয় তাকে আত্মসংস্কার নীতির মূল বলা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি পরসম্বন্ধীয় বলে তাকে যথার্থ নৈতিকতার মূল বলা যেতে পারে। পরের অনিষ্ট করা উচিত নয়। অনিষ্ট ভাবনাও কখনো করা উচিত নয়। সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল বিধান করাই সমীচীন। এইরূপ মহতী ভাবনাই নীতিশাস্ত্র তথা ধর্মশাস্ত্রের মূল কথা। এই মহানীতিতত্ত্বের সঙ্গে আত্মসংস্কার নীতির বিরোধ বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ নৈতিকতার পরম তাৎপর্য পরার্থপরতায়।

মনুষ্যসমাজের মূলভিত্তিতে যদি এই নৈতিকতার বীজ না থাকে তাহলে সেই সমাজের ভিত্তি অচিরেই ধূলিস্যাৎ হবে এবং ভাঙ্গন নীতির প্রসার হবে। বর্তমান যুগে একথা বিশেষভাবে অনুভব করার প্রয়োজন আছে। অপরদিকে আত্মপরতা অথবা পরনার্থের দিকে পদক্ষেপের জন্য আত্মশুদ্ধি বা আত্মোন্নতি, ভগবৎ প্রাপ্তি বা মোক্ষ সাধনের জন্য যতগুলি বিধান দেওয়া আছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মসংস্কার। এখানে ব্যক্তি স্বার্থচিন্তা উৎকট হওয়ায় এটি নৈতিকতা বিরুদ্ধ। এই কারণে অনেকে মনে করেন, বৈদিক অধ্যাত্মভিত্তিক ধর্ম, ধর্মীয় নৈতিকতা বর্জিত হওয়ায় নিন্দনীয়। অর্থাৎ মুমুক্ষুর কাছে কর্ম, উপাসনা, ভক্তি, জ্ঞান ও মোক্ষ সবই স্বার্থ এবং এই স্বার্থপরতার সঙ্গে নৈতিকতার মূল সূত্র পরার্থপরতার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। বৈদিক ধর্মপিপাসুগণ এইরূপ অতিমহতি সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় এক্ষেত্রে সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কার করা একান্ত আবশ্যক।

সমাধানকল্পে বক্তব্য এই নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধীয় দুটি মূল সূত্রের মধ্যে আপাত বিরোধ থাকলেও উভয়ের সম্বন্ধীয় সম্ভব। আত্মনীতি ও পরার্থপরতার বিরোধ শুধু ও নীতির ক্ষেত্রেই যে সমস্যা সৃষ্টি করে তা নয় অর্থনীতি ধর্ম সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি ও লোক ব্যবহার সবক্ষেত্রেই এই দ্বন্দ্বের আভাস লক্ষ্য করা যায়। সেখানে যুক্তিবিচারের কষ্টিপাথরে পারস্পরিক মীমাংসার মাধ্যমে এর সমাধান করা উচিত। বিরোধীগণ